BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03090015

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 09| September 2025| e-ISSN: 2584-1890

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কথোপকথনমূলক কার্যক্রম ও ভাষা বিকাশের সম্পর্ক

কাকলি ঘোষ

Student of D.El.Ed 2014, TET Qulified 2022
Email: Bej.dhananjay@gmail.com

সারসংক্ষেপ:

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুর ভাষা বিকাশ তার সামগ্রিক বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক ও সৃজনশীল ক্ষমতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুদের মৌখিক ভাষা সীমিত থাকায়, তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সামাজিক সংলাপের মাধ্যমে শেখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কথোপকথনমূলক কার্যক্রম (Conversational Activities) শিশুর ভাষাগত এবং চিন্তাগত বিকাশকে ত্বরান্বিত করার একটি কার্যকর মাধ্যম। এই কার্যক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে গল্প আলোচনা, চিত্র ব্যাখ্যা, দলগত সংলাপ এবং প্রশ্ন-উত্তর। এসব কার্যক্রম শিশুদের নতুন শব্দ শেখা, বাক্য গঠন, উচ্চারণ, চিন্তা প্রকাশ, বিশ্লেষণ ও যুক্তি প্রয়োগে সহায়ক। Piaget-এর জ্ঞান-গঠন তত্ত্ব অনুযায়ী শিশু তার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞান তৈরি করে, আর Vygotsky-এর সামাজিক সংজ্ঞা তত্ত্ব দেখায় যে শিশুরা সামাজিক পারস্পরিক ক্রিয়ার মাধ্যমে শেখে। প্রাথমিক শিক্ষায় কথোপকথনমূলক কার্যক্রম শিশুকে সক্রিয় শিক্ষার্থী, চিন্তাশীল এবং ভাষা ব্যবহারকারী হিসেবে গড়ে তোলে। জাতীয় শিক্ষা নীতি (NEP 2020) ও জাতীয় কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক (NCF 2023) শিশুকেন্দ্রিক এবং অংশগ্রহণমূলক শিক্ষার ওপর জোর দেওয়ায় এই কার্যক্রমের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পায়। সংক্ষেপে, কথোপকথনমূলক কার্যক্রম প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভাষা বিকাশের একটি অপরিহার্য শিক্ষণ কৌশল হিসেবে বিবেচিত।

মূল শব্দ: *প্রাথমিক বিদ্যালয়, ভাষা বিকাশ, কথোপকথনমূলক কার্যক্রম, শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষণ, সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতা।*

ভূমিকা:

প্রাথমিক শিক্ষা শিশুর জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এটি কেবল শিক্ষার জ্ঞান প্রদান নয়, বরং শিশুর ভাষা, চিন্তাশক্তি, সামাজিক দক্ষতা, আবেগ, মননশীলতা এবং সৃজনশীলতার সমন্বিত বিকাশ নিশ্চিত করে। শিশুর প্রারম্ভিক শিক্ষাজীবন তার পাঠ্যক্রম, শিক্ষকের দিকনির্দেশনা, সহপাঠী ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমে গঠিত হয়। এই পর্যায়ে শিশু শেখার প্রক্রিয়ায় সরাসরি সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে মৌখিক ও লিখিত ভাষার দক্ষতা, চিন্তা ও যুক্তির প্রয়োগ, সমস্যা সমাধান ক্ষমতা এবং সামাজিক যোগাযোগ বিকাশ করে।

ভাষা শিশুদের চিন্তা প্রকাশ, ভাবনা বিনিময়, সম্পর্ক স্থাপন এবং জ্ঞান অর্জনের প্রধান মাধ্যম। শিশুরা যখন তাদের অভিজ্ঞতা,

কল্পনা এবং অনুভূতি ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করে, তখন তার মৌখিক দক্ষতা, শব্দভাণ্ডার, বাক্য গঠন, এবং ভাব প্রকাশের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুদের মৌখিক ভাষা সীমিত এবং কখনও কখনও অপর্যাপ্ত হয়। এজন্য সক্রিয় ও অর্থপূর্ণ সামাজিক সংলাপ, শ্রেণীকক্ষের আলোচনাসভা, গল্প ও চিত্র আলোচনা, প্রশ্ন-উত্তর এবং দলবদ্ধ কার্যক্রম শিশুর ভাষাগত এবং চিন্তাগত বিকাশকে বিশেষভাবে সহায়তা করে।

এই প্রেক্ষাপটে কথোপকথনমূলক কার্যক্রম শিশুর শিক্ষাজীবনের একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়। কথোপকথনমূলক কার্যক্রম বলতে বোঝায় শ্রেণীকক্ষে শিশুরা যেখানে মৌখিক যোগাযোগ, প্রশ্ন-উত্তর, গল্প বা কাহিনী আলোচনা, সংলাপ, মতবিনিময় এবং পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে শেখার অংশগ্রহণ করে। এই কার্যক্রম শিশুকে কেবল নতুন শব্দ শেখায় না, বরং চিন্তাশক্তি বিকাশ, যুক্তি প্রয়োগ, বিশ্লেষণ ক্ষমতা, সামাজিক সচেতনতা, আত্মপ্রকাশ এবং সৃজনশীলতার বিকাশও নিশ্চিত করে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কথোপকথনমূলক শিক্ষণ শিশুর মৌখিক ও লিখিত ভাষার দক্ষতা, আত্মবিশ্বাস এবং সামাজিক যোগাযোগের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। শিশুরা যখন তাদের অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ এবং কল্পনাশক্তিকে শব্দে প্রকাশ করে, তখন তারা ভাষা ও চিন্তার সংমিশ্রিত বিকাশ অর্জন করে। এই প্রক্রিয়া শিশুকে শুধু পাঠ্যবস্তু বুঝতে সাহায্য করে না, বরং তার সৃজনশীল চিন্তাশক্তি, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা এবং সামাজিক পারস্পরিক আচরণও উন্নত করে।

অতএব, প্রাথমিক শিক্ষায় কথোপকথনমূলক কার্যক্রম শিশুর ভাষাগত, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক ও সৃজনশীল দক্ষতার বিকাশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং কার্যকর শিক্ষণ কৌশল হিসেবে বিবেচিত হয়। এটি শিশুকে সক্রিয় শিক্ষার্থী হিসেবে গড়ে তোলে, যেখানে শিক্ষার প্রক্রিয়ায় সে কেবল তথ্য গ্রহণকারী নয়, বরং জ্ঞান নির্মাণ, অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং চিন্তাশক্তি উন্নয়নের অংশীদার হয়।

ভাষা বিকাশে কথোপকথনমূলক কার্যক্রমের গুরুত্ব (Expanded):

১. মৌখিক ভাষা ও বাক্য গঠনে সহায়ক: প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুর ভাষাগত দক্ষতা সীমিত এবং তার বাক্যগঠন প্রাথমিক পর্যায়ে ভঙ্গুর ও অসম্পূর্ণ হয়। কথোপকথনমূলক কার্যক্রম শিশুকে মৌখিক ভাষা ব্যবহার এবং বাক্য গঠনের প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার সুযোগ প্রদান করে। শিশুরা যখন শ্রেণীকক্ষে ছোট দল বা জোড়ায় গল্প বলার, চিত্র ব্যাখ্যা করার বা দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা ভাগ করার মতো কার্যক্রমে যুক্ত হয়, তখন তারা নতুন শব্দ শেখে, বাক্য বিন্যাস বোঝে এবং উচ্চারণের দক্ষতা অর্জন করে।

এই প্রক্রিয়ায় শিশু কেবল শব্দ বা বাক্য শেখে না, বরং বিচারশক্তি, বিশ্লেষণ, যুক্তি এবং কল্পনাশক্তি ব্যবহার করে তাদের ভাবনা সঠিকভাবে প্রকাশ করতে শিখে। উদাহরণস্বরূপ, শিশু যদি একটি চিত্র আঁকে যেখানে স্কুলের মাঠে খেলাধুলা চলছে, তখন সে সেই চিত্রকে ব্যাখ্যা করার সময় তার অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ এবং সৃজনশীল ধারণা ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করতে শেখে। এছাড়াও, শিশুরা যখন শিক্ষক বা সহপাঠীর প্রশ্নের মাধ্যমে তাদের বক্তব্য ব্যাখ্যা করে, তখন তারা বাক্য গঠন, শব্দচয়ন এবং ভাষার প্রয়োগিক কৌশল শিখে।

কথোপকথনমূলক কার্যক্রম শিশুকে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে শেখার এবং জ্ঞান তৈরি করার সুযোগ দেয়। শিশুরা তাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা ও কল্পনাকে মৌখিক ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করতে শেখে, যা পরবর্তীতে পাঠ্যবস্তু বোঝার ক্ষমতা, লেখার দক্ষতা এবং সমালোচনামূলক চিন্তাশক্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়।

২. শ্রবণ ও বোঝার দক্ষতা বৃদ্ধি: শ্রবণ দক্ষতা ভাষা বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। কথোপকথনমূলক কার্যক্রম শিশুদের শ্রবণ এবং বোঝার ক্ষমতা উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখে। যখন একজন শিশু অন্য শিশুর বক্তব্য শোনে এবং তার প্রতিক্রিয়া জানায়, তখন সে শ্রবণের মাধ্যমে নতুন শব্দ, বাক্যগঠন এবং ভাবনাগত ধারণা গ্রহণ করতে শেখে।

শ্রেণীকক্ষে নিয়মিত সংলাপ ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিশুরা শিখতে শেখে কেন এবং কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি শিক্ষক একটি গল্প পড়ে বা একটি চিত্র প্রদর্শন করে এবং শিশুদের তার বিষয়ে প্রশ্ন করতে বা মতামত প্রকাশ করতে বলেন, তখন শিশু শ্রবণ, বিশ্লেষণ এবং যুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সঠিক প্রতিক্রিয়া জানাতে শেখে।

এই প্রক্রিয়ায় শিশুর মৌখিক ভাষা, শ্রবণ দক্ষতা, বিশ্লেষণ ক্ষমতা এবং সমালোচনামূলক চিন্তাশক্তি সমান্তরালভাবে বিকাশিত হয়। ফলে, শিশুরা কেবল নতুন শব্দ শেখে না, বরং তথ্য গ্রহণ, বিশ্লেষণ এবং উপসংহার টানার ক্ষমতাও অর্জন করে।

৩. সামাজিক যোগাযোগ ও ভাষার ব্যবহার: শিশুর ভাষা বিকাশ শুধুমাত্র নতুন শব্দ শেখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এটি সামাজিক প্রেক্ষাপটে ভাষার প্রয়োগ শেখার মাধ্যমে আরও গভীর এবং প্রায়োগিক হয়। কথোপকথনমূলক কার্যক্রম শিশুকে সহপাঠী, শিক্ষক এবং দলের সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময়, আলোচনার মাধ্যমে সহযোগিতা এবং ভাষার প্রয়োগিক দক্ষতা অর্জনের সুযোগ প্রদান করে।

উদাহরণস্বরূপ, শিশুদেরকে একটি চিত্র বা গল্প প্রদর্শন করে দলবদ্ধ আলোচনা করানো হলে, তারা নিজের মতামত প্রকাশ, যুক্তি উপস্থাপন এবং দলের অন্যান্য সদস্যদের চিন্তাধারা অনুধাবন করতে শেখে। এই প্রক্রিয়ায় শিশুরা ভাষাগত দক্ষতা, বিশ্লেষণ ক্ষমতা, সামাজিক সচেতনতা এবং সমালোচনামূলক চিন্তাশক্তি বিকাশিত হয়।

শিশু যখন দলগত সংলাপের মাধ্যমে বক্তব্য প্রদান এবং প্রতিক্রিয়া জানায়, তখন সে সামাজিক ও ভাষাগত দক্ষতার সংমিশ্রিত বিকাশ অর্জন করে। এটি শিশুকে কেবল ভাষার ব্যবহার শেখায় না, বরং সৃজনশীল চিন্তা, সমস্যা সমাধান এবং সামাজিক আচরণ উন্নয়নেরও সুযোগ দেয়।

মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি:

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কথোপকথনমূলক কার্যক্রমের গুরুত্ব বোঝার ক্ষেত্রে মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলো অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। শিশুদের ভাষা, চিন্তা এবং সামাজিক দক্ষতার বিকাশে কথোপকথনের ভূমিকা বোঝার জন্য Piaget ও Vygotsky-এর তত্ত্ব বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। এই তত্ত্বগুলো প্রমাণ করে যে শিশুদের শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় সামাজিক পারস্পরিক ক্রিয়া এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শেখা কতটা কার্যকর।

১. Piaget-এর জ্ঞান-গঠন তত্ত্ব: Jean Piaget-এর মতে, শিশু তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও পরিবেশের মধ্য দিয়ে জ্ঞান গঠন করে। শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে কেবল তথ্য গ্রহণকারী নয়; বরং সে নিজে ক্রিয়াশীলভাবে পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও যুক্তি প্রয়োগ করে নতুন ধারণা তৈরি করে। কথোপকথনমূলক কার্যক্রম এই প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উদাহরণস্বরূপ, যখন শিশুদের একটি চিত্র প্রদর্শন করে তাদের মনে যা এসেছে তা বর্ণনা করতে বলা হয়, তখন তারা দৃশ্যমান তথ্য, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং কল্পনাশক্তি সংমিশ্রণ করে নিজের বক্তব্য তৈরি করে। শিশুরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করে, প্রশ্ন করে এবং নতুন ধারণা তৈরি করে। এই প্রক্রিয়ায় শিশু ভাষার ব্যবহার ও চিন্তাশক্তির সমান্তরাল বিকাশ অর্জন করে।

Piaget-এর তত্ত্ব অনুযায়ী, কথোপকথনমূলক কার্যক্রম শিশুকে নিয়মিত চিন্তাশক্তি প্রয়োগ ও সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করার

সুযোগ দেয়। শিশু কেবল বাক্য গঠন বা শব্দ শেখে না, বরং যুক্তি, বিশ্লেষণ এবং সমস্যা সমাধান ক্ষমতা বিকাশে সক্ষম হয়।

২. Vygotsky-এর সামাজিক সংজ্ঞা তত্ত্ব: Lev Vygotsky-এর মতে, শিশুর শেখার প্রক্রিয়া সামাজিক পারস্পরিক ক্রিয়ার মাধ্যমে সংঘটিত হয়। শিশু তার সহপাঠী, শিক্ষক এবং বৃহত্তর সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাকশন করে জ্ঞান অর্জন করে। কথোপকথনমূলক কার্যক্রম শিশুকে "Zone of Proximal Development (ZPD)"–এর মধ্যে শেখার সুযোগ প্রদান করে। অর্থাৎ, শিশুরা তাদের বর্তমান ক্ষমতার চেয়ে কিছুটা উচ্চতর দক্ষতা অর্জনের জন্য সহায়ক দিকনির্দেশনা এবং সহযোগিতার মাধ্যমে শেখে।

উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষক বা সহপাঠীর সঙ্গে আলোচনা এবং প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিশু নতুন শব্দ, বাক্য গঠন, ধারণা ও যুক্তি আয়ত্ত করে। শিশু সামাজিক সংলাপের মাধ্যমে ভাষা ব্যবহার, চিন্তাভাবনা এবং যুক্তি উপস্থাপনের ক্ষমতা বিকাশ করে। এই প্রক্রিয়ায় শিশুরা কেবল জ্ঞান গ্রহণ করে না, বরং সামাজিক, ভাষাগত ও চিন্তাশক্তির বিকাশ নিশ্চিত হয়।

Vygotsky-এর তত্ত্ব এই বিষয়টি স্পষ্ট করে যে, ভাষা বিকাশ সামাজিক প্রেক্ষাপটে ঘটে এবং শিশুর চিন্তাশক্তি শিক্ষকের দিকনির্দেশনা ও সহপাঠীর সহযোগিতায় বিকশিত হয়। কথোপকথনমূলক কার্যক্রম শিক্ষাকে একটি সক্রিয় ও পারস্পরিক প্রক্রিয়া হিসেবে গড়ে তোলে, যেখানে শিশুরা নিজের অভিজ্ঞতা এবং সামাজিক সংযোগের মাধ্যমে শেখার অংশীদার হয়।

শিক্ষণতাত্ত্বিক প্রাসঙ্গিকতা:

প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুর ভাষা, চিন্তা, সামাজিক দক্ষতা, সৃজনশীলতা এবং আবেগগত বিকাশ নিশ্চিত করা শিক্ষণ ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অর্জনে জাতীয় শিক্ষা নীতি (NEP 2020) এবং জাতীয় কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক (NCF 2023) বিশেষভাবে শিশুকেন্দ্রিক, অংশগ্রহণমূলক এবং আনন্দময় শিক্ষণকে প্রাধান্য দেয়। উভয় নীতি শিশুকে কেবল তথ্য গ্রহণকারী নয়, বরং সক্রিয় শিক্ষার্থী হিসেবে গড়ে তোলার ওপর জোর দেয়।

এই প্রেক্ষাপটে, কথোপকথনমূলক কার্যক্রম প্রাথমিক শিক্ষায় অত্যন্ত কার্যকর মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়। কথোপকথনমূলক কার্যক্রম শিশুকে শ্রেণীকক্ষে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ, মতবিনিময় এবং সামাজিক সংলাপে যুক্ত হওয়ার সুযোগ প্রদান করে। এর মাধ্যমে শিশু শুধুমাত্র নতুন শব্দ শেখে না, বরং তার ভাবনা প্রকাশ, যুক্তি ব্যবহার, বিশ্লেষণ ও সমালোচনামূলক চিন্তা বিকাশিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষক যদি শিশুদের একটি গল্প পড়ে আলোচনা করতে বলেন, তখন শিশুরা তাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ এবং কল্পনাশক্তি ব্যবহার করে বক্তৃতা প্রদান ও যুক্তি উপস্থাপন শেখে।

শিশুরা যখন সংলাপ, প্রশ্নোত্তর, দলগত আলোচনা এবং গল্প বা চিত্র ব্যাখ্যার মতো কার্যক্রমে নিয়মিত অংশগ্রহণ করে, তখন তারা ভাষাগত দক্ষতার পাশাপাশি সামাজিক, আবেগগত এবং সৃজনশীল দক্ষতাও অর্জন করে। কথোপকথনমূলক কার্যক্রম শিশুকে শেখার একটি অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার অংশ বানায়, যেখানে শিশু কেবল তথ্য গ্রহণকারী নয়, বরং জ্ঞান নির্মাণ, অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং চিন্তাশক্তি উন্নয়নের সক্রিয় অংশীদার হয়।

NEP 2020-এর নির্দেশনা অনুযায়ী, প্রাথমিক শিক্ষায় শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষণ পদ্ধতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, যা শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত চিন্তা, সৃজনশীলতা, ভাষার ব্যবহার এবং সামাজিক পারস্পরিক ক্রিয়াকে উন্নত করে। কথোপকথনমূলক কার্যক্রম এই দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি শিশুকে শ্রবণ, বিশ্লেষণ, যুক্তি, সহমত প্রকাশ এবং দলগত চিন্তা শেখার সুযোগ দেয়।

NCF 2023-এর প্রেক্ষিতে দেখা যায় যে প্রাথমিক শিক্ষায় মৌখিক ভাষা ও কথোপকথনের বিকাশ কেবল ভাষার জ্ঞান অর্জনের

জন্য নয়, বরং শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ, সৃজনশীলতা, আবেগগত সচেতনতা এবং সামাজিক সংযোগ বৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য। কথোপকথনমূলক কার্যক্রম শিশুদেরকে শেখার সক্রিয় অংশীদার বানায় এবং শিক্ষাকে উদ্ভাবনী, আনন্দময় ও অর্থবহ করে তোলে।

অতএব, শিক্ষণতাত্ত্বিক দিক থেকে কথোপকথনমূলক কার্যক্রম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার একটি অপরিহার্য অংশ। এটি শিশুকে ভাষাগত দক্ষতা, চিন্তাশক্তি, যুক্তি, বিশ্লেষণ, সৃজনশীলতা এবং সামাজিক দক্ষতার বিকাশে সহায়তা করে। একই সঙ্গে, এটি শিক্ষাকে একটি সক্রিয়, অংশগ্রহণমূলক এবং শিশু-কেন্দ্রিক প্রক্রিয়া হিসেবে গড়ে তোলে, যা শিশুর সামগ্রিক শিক্ষাজীবনের ভিত্তি নিশ্চিত করে।

কথোপকথন ও শিক্ষার বাস্তব প্রয়োগ:

প্রাথমিক শিক্ষায় কথোপকথনমূলক কার্যক্রম শিশুর ভাষা, চিন্তাশক্তি, বিশ্লেষণ এবং সামাজিক দক্ষতা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শ্রেণীকক্ষে এই কার্যক্রমগুলোকে বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে শিশুদের সক্রিয়ভাবে শেখার সুযোগ দেওয়া যায়। প্রধান কিছু কার্যক্রম নিম্নরূপ:

১. গল্প আলোচনা: গল্প শিশুদের জন্য একটি প্রেরণাদায়ক ও শিক্ষণমুখী মাধ্যম। শিশুদেরকে ছোট গল্প পড়ে তার চরিত্র, ঘটনা এবং ঘটনার পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে আলোচনা করতে বলা হলে তারা ভাষার ব্যবহার, যুক্তি এবং বিশ্লেষণাত্মক দক্ষতা উন্নত করে। উদাহরণস্বরূপ, শিশু যদি একটি গল্পে বন্ধুত্বের বিষয় নিয়ে আলোচনা করে, তখন তারা কেবল শব্দ শেখে না, বরং মানবিক মূল্যবোধ, সমস্যা সমাধান এবং সামাজিক **আচরণ**ও অনুধাবন করতে শেখে। গল্প আলোচনা শিশুদের মৌখিক প্রকাশের ক্ষমতা, শব্দভাণ্ডার এবং বাক্য গঠন উন্নত করার পাশাপাশি তাদের চিন্তাকে সুসংগঠিতভাবে উপস্থাপন করতে সাহায্য করে।

২. চিত্র ব্যাখ্যা: চিত্র শিশুর চিন্তা, কল্পনা এবং অভিজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। শিশুদের আঁকা চিত্র বা প্রদর্শিত চিত্রের বর্ণনা করতে বলা হলে তারা ভাষার মাধ্যমে তাদের অভিজ্ঞতা ও কল্পনাশক্তি প্রকাশ করতে শিখে। উদাহরণস্বরূপ, যদি শিশু একটি বাগানের ছবি আঁকে এবং সেটি বর্ণনা করতে বলা হয়, তখন সে রঙ, আকার, সম্পর্ক এবং কার্যক্রম নিয়ে বাক্য গঠন শেখে। চিত্র ব্যাখ্যা শিশুকে মৌখিক ভাষার পাশাপাশি লিখিত ভাষার ধারণা দেয় এবং চিন্তার সংজ্ঞায়ন ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

৩. দলগত সংলাপ: দলগত সংলাপ শিশুদেরকে সহপাঠীর সঙ্গে মতবিনিময়, যুক্তি উপস্থাপন এবং আলোচনা করার সুযোগ দেয়। শিশুদের ছোট দলে ভাগ করে কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করানো হলে তারা শেখে কিভাবে নিজের মতামত প্রকাশ করতে হয়, অন্যের বক্তব্যকে বিশ্লেষণ করতে হয় এবং যুক্তিপূর্ণ প্রতিক্রিয়া জানাতে হয়। এই প্রক্রিয়ায় শিশুরা সামাজিক দক্ষতা, আত্মবিশ্বাস এবং নেতৃত্বগুণও অর্জন করে। দলগত সংলাপ শিশুকে শেখার একটি সক্রিয় অংশীদার হিসেবে গড়ে তোলে, যেখানে প্রতিটি শিশু নিজের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান ভাগ করে এবং নতুন ধারণা গ্রহণ করে।

৪. প্রশ্নোত্তর কার্যক্রম: শিক্ষক বা সহপাঠীর প্রশ্নের মাধ্যমে শিশুর চিন্তাশক্তি, বিশ্লেষণ ক্ষমতা এবং ভাষার ব্যবহার উন্নত হয়। প্রশ্নোত্তর কার্যক্রম শিশুকে কেবল উত্তর দেওয়ার জন্য নয়, বরং যুক্তি প্রকাশ, বিশ্লেষণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করে। উদাহরণস্বরূপ, শিশু যদি একটি চিত্র দেখার পর তার কাহিনী ব্যাখ্যা করে বা গল্পের চরিত্রের আচরণ বিশ্লেষণ করে, তাহলে তার ভাষা ও চিন্তাশক্তির বিকাশ সুসংগঠিত হয়।

উপসংহার:

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কথোপকথনমূলক কার্যক্রম শিশুর ভাষা দক্ষতা ও চিন্তার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিশুরা সংলাপ, প্রশ্ন-উত্তর, গল্প আলোচনা ও চিত্র ব্যাখ্যার মাধ্যমে মৌখিক ও লিখিত ভাষার প্রয়োগ, যুক্তি, বিশ্লেষণ এবং সামাজিক দক্ষতা অর্জন করে।

মনোবৈজ্ঞানিক ও শিক্ষণতাত্ত্বিক দিক থেকে দেখা যায়, কথোপকথনমূলক কার্যক্রম শিশুদের অভ্যন্তরীণ চিন্তাশক্তিকে বাহ্যিকভাবে প্রকাশ এবং ভাষা দক্ষতা অর্জনের জন্য কার্যকর মাধ্যম। NEP 2020 ও NCF 2023–এর নির্দেশনা অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষায় এই কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্তি শিক্ষার মান বৃদ্ধি, শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার উন্নয়ন এবং সৃজনশীলতা বিকাশে সহায়ক।

অতএব, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কথোপকথনমূলক কার্যক্রম শিশুর ভাষাগত, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক এবং সৃজনশীল দক্ষতা বিকাশে অপরিহার্য এবং এটি শিশুর সামগ্রিক শিক্ষাজীবনের ভিত্তি গড়ে তোলে।

রেফারেন্স তালিকা (References):

- আহমেদ, সুমিতা (২০১৯)। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুর ভাষা ও চিন্তার বিকাশে কথোপকথনের ভূমিকা। ঢাকা: শিক্ষাবিদ প্রকাশন।
- চক্রবর্তী, রঞ্জন (২০১৮)। "শিশুর মৌখিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে শ্রেণীকক্ষ সংলাপের কার্যকারিতা।" প্রাথমিক শিক্ষা গবেষণা জার্নাল(১)৬ ,, ৩৪–৫১।
- দেব, অমল (২০১৭)। প্রাথমিক শিক্ষায় শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষণ এবং কথোপকথনমূলক কার্যক্রম। কলকাতাশিক্ষা প্রকাশন। :
- ভিগোৎস্কি, এল. (Vygotsky, L.) (১৯৭৮)। Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge, MA: Harvard University Press।
- পিয়াজে, জঁ (Piaget, J.) (১৯৭২)। The Psychology of the Child. New York: Basic Books।
- রাজা, মধুসূদন (২০২০)। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গল্প ও সংলাপ ভিত্তিক শিক্ষণ। কলকাতা: শিক্ষা ও সমাজ প্রকাশন।
- ন্যাশনাল এজুকেশন পলিসি (NEP) 2020। Government of India: Ministry of Education, New Delhi।
- ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক (NCF) 2023। NCERT, New Delhi।
- সরকার, অরূপ (২০১৬)। "কথোপকথনমূলক কার্যক্রম ও শিশু ভাষা বিকাশ: একটি বিশ্লেষণ।" শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান, ৫(২), ৪৫–৬২।

Citation: **ঘোষ. কা.,** (2025) "প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কথোপকথনমূলক কার্যক্রম ও ভাষা বিকাশের সম্পর্ক", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-09, September-2025.